رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ

গাউছে পাক এর বাণী সমূহ

গাউছে পাক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর বাণী সমূহ

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম, নবী মুকার্‌রম, শাহে বনী আদম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যখন বৃহস্পতিবার আসে **আল্লাহ্ তা'আলা** ফিরিশতাদেরকে প্রেরণ করেন। তাদের নিকট রূপার কাগজ ও সোনার কলম থাকে, তারা লিপিবদ্ধ করে- কে বৃহস্পতিবার ও জুমার রাতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করে।" (কানযুল উম্মাল, ১ম খন্ড, ২৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২১৭৪)

ইয়া নবী! তুঝ পে লাখো দুরূদ ও সালাম, ইস পে হে নায মুঝ কো হোঁ তেরা গোলাম।
আপনি রহমত ছে তু শাহে খাইরুল আনাম, মুঝ ছে আ'ছি কা ভি নায বারদার হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

✻ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব। ✻ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসব। ✻ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব। ✻ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করব, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকব।

www.dawateislami.net

✻ تُوبُوْا اِلَی اللہ, اُذْکُرُ اللہ, صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিব। ✻ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

✻ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াব। ✻ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পাঠ করব এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াব। ✻ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করব। ✻ ১৪ পৃরার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰی سَبِیۡلِ رَبِّکَ بِالۡحِکۡمَۃِ وَ الۡمَوۡعِظَۃِ الۡحَسَنَۃِ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৩৪৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: بَلِّغُوْا عَنِّیْ وَلَوْ اٰیَةً "অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌছিয়ে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করব। ✻ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব। ✻ কবিতা পাঠ করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকব। ✻ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্‌আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করব। ✻ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকব। ✻ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখব।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ রবিউল আখিরের ১১তম রাত। এই রাতটির সাথে পীরানে পীর, দস্তগীর, রওশন জমীর, সায়্যিদুনা শায়খ মহীউদ্দিন আব্দুল আদের জিলানী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর সাথে বিশেষ ভাবে সম্পর্ক রয়েছে। আজকের রাত খুবই বড় ও মোবারক। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর বাগান থেকে কিছু সুবাসিত মাদানী ফুল গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করব। হুযুর গাউছে পাক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ দীর্ঘ দিন ধরে নিজের কথা লেখনী ও বয়ানের মাধ্যমে লোকদেরকে পথভ্রষ্টতা থেকে বাঁচিয়ে হিদায়তের রাস্তায় পরিচালিত করতেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মজলিশ, ওয়াজ, নসীহতের ভান্ডার পথভ্রষ্টদের জন্য হিদায়তের সিড়ি ছিল। এসব আমাদের **প্রিয় আক্বা, মদীনে ওয়ালে মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বিশেষ দয়া ছিল। আসুন! এ প্রসঙ্গে এক মনোমুগ্ধকর ঘটনা শুনি:

রাসূলের থুথুর বরকত:

বর্ণিত রয়েছে; হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সিংহাসনে বসা অবস্থায় **হুযুর সায়্যিদে আলম, নূরে মুজাস্সাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে যিয়ারত লাভ হলো। তখন **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করলেন: "বৎস! তুমি বয়ান করো না কেন?" আমি আরয করলাম: **হে আমার নানাজান** (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)! আমি এক অনারবী ব্যক্তি, বাদগাদে ফোছাহা অর্থাৎ- ভাল বক্তাদের সামনে আমি কিভাবে বয়ান করব? **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করলেন: "বৎস! তোমার মুখটা খোল।" আমি আমার মুখ খোললাম, তখন **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার মুখে সাতবার তাঁর থুথু মোবারক দিলেন। আর আমাকে ইরশাদ করলেন: "লোকদের সামনে বয়ান করো, আর তাদেরকে **আল্লাহ্ তাআলার** দিকে সর্বোত্তম হিকমত ও নসীহতের মাধ্যমে আহ্বান করো।" তারপর আমি জোহরের নামায আদায় করলাম, আর বসে গেলাম। আমার কাছে অনেক লোক আসলো, আর আমার সামনে চিৎকার করলো এর পরে আমার সাথে আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদ্বা শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم এর সাথে যিয়ারত লাভ হলো। তিনি আমাকে বললেন: বৎস! তুমি কেন বয়ান করোনা?

www.dawateislami.net

আমি আরয করলাম: হে আমার পিতা! লোকেরা আমার সামনে চিৎকার করে। তিনি كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: তোমার মুখ খোল আমি আমার মুখ খোললাম, তখন তিনি আমার মুখে ছয়বার থুথু দিলেন। আমি আরয করলাম: আপনি সাতবার কেন দিলেন না? তিনি كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি আদবের কারণে। তারপর তিনি আমার চোখ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। (বাহজাতুল আসরার, ৫৮ পৃষ্ঠা। গাউছে পাক কি হালাত, ৩৩ পৃষ্ঠা) এ ঘটনার পরে হুযুরে গাউছে আযম, সায়্যিদুনা শায়খ মুহিউদ্দীন আব্দুল কাদের জিলানী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ শাওয়াল মাসের ৫২১ হিজরীতে এক বড় ইজতিমায় সর্বপ্রথম বয়ান করেন। যেটা খুবই আলোকউজ্জ্বল ও প্রভাব বিস্তার করেছিল। আউলিয়ায়ে কিরাম ও ফেরেস্তারা যেটাতে বিস্তিত ছিল। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্লেষণের পাশাপাশি লোকদেরকে **আল্লাহ্ তাআলার** প্রতি আহ্বান করলেন। আর লোকেরা আনুগত্য ও অনুসরণ করার জন্য তাড়াতাড়ি করতে লাগল। (বাহজাতুল আসরার, যিকির ও ওয়াজ, ১৭৪ পৃষ্ঠা)

লুয়াব আপনা চাটায়া আহমদে মুখতার নে উন কো,
তো ফির কেছে না হোতা বোল বালা গাউছে আযম কা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

গাউছে পাকের প্রথম বয়ান!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুরে গাউছে পাক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীয়ুল মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর উৎসাহও থুথু মোবারকের ফয়েয পাওয়ার পর প্রথম বয়ানেই লোকদের অন্তর তাঁর প্রতি ধাবিত হয়ে গেলো এবং সতেজপূর্তভাবে লোকেরা তাঁর সংস্পর্শের বরকতে ফয়েয গ্রহণ করতে লাগলো। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মাহফিলের মধ্যে জীবনের সকল বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরাও অংশগ্রহণ করতো। আলীম, ফকীহ সবাই একত্রিত হতেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ওয়াজের অবস্থা এমন ছিল যে, অনেক সময় চারশত ব্যক্তি কলম কালি নিয়ে উপস্থিত হতেন। আর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর বাণী সমূহ লিখে রাখতেন। (আখবারুল আখইয়ার, ১২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

মুহাররির চারসো মজলিশ মে হাজির হো কে লেখতে থে,
হোয়া করতা থা জু ইরশাদ ওয়ালা গাউছে আযম কা।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর উত্তম উপদেশ দৈর্য্য ও সন্তুষ্টি, তাকওয়া, পরহেযগারী ও **আল্লাহ্** ভীতির আয়না স্বরূপ ছিল। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ওয়াজ ও নসীহতের মাধ্যমে ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দিতেন। লোকদেরকে আখিরাতের প্রতি মনোনিবেশ করাতেন। দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা, সম্পদ, নিফাক, রিয়াকারী, রাগ, হিংসা এ প্রকারের সকল অভ্যন্তরিণ রোগ থেকে বাঁচার শিক্ষা দিতেন। দুনিয়ার ক্ষনস্থায়ী, ঈমানের দৃঢ়তা, নেক আমলের প্রতি গুরুত্ব এবং উত্তম চরিত্র গঠণের শিক্ষা দিতেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর বাণী সমূহ অন্তর থেকেই বের হতো এবং অন্তরের গভীরে তা রেখাপাত করতো। শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর এমন কোন মাহফিল ছিলো না, যে মাহফিলে অমুসলীম তাঁর হাত মোবারকে মুসলমান হয়নি এবং অবাধ্য, ডাকাত, পথভ্রষ্ট, বদ-মাযহাব ব্যক্তি তাঁর হাতে তাওবা করতো। যখন পাঁচশতের অধিক অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেন ও লাখো গুনাহগার তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর নিকট তাওবা করেন এবং তাদের মন্দ আমল থেকে ফিরে আসেন, তখন অন্যান্য লোকদের ব্যাপারে কি বলা যায়? প্রত্যেক ব্যক্তিই তাঁর বাণী থেকেই উপকৃত হতো। (আখবারুল আখইয়ার, ১৩ পৃষ্ঠা) اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْف وَ نَهْیٌ عَنِ الْمُنْكَر অর্থাৎ- নেকীর আদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজ থেকে বাধা প্রদানের ক্ষেত্রে কোন প্রশাসনিক বিচারকের পরোওয়া করতেন না, রাজা-প্রজা, ওযীর, সাধারণ মানুষ, বিশেষ ব্যক্তিত্ব সবাইকে নেকীর দাওয়াত দিতেন। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শামসুদ্দিন মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহাবী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে সব সময় সত্যের ঘোষণা দিতেন। আর যে কোন জালিমকে লোকদের উপর শাসক বানাতো, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এ ব্যাপারে আপত্তি করতেন। (তারিকুল ইসলাম লিজ্ যাহাবী, ৩৯/৯৯)

www.dawateislami.net

তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁর জীবনের ৩৩ বছর দরস দেওয়া ও শিক্ষাদান এবং ফতোয়া দেওয়ার মধ্যে অতিবাহিত করেছেন এবং ৪০ বছর পর্যন্ত মানুষের কাছে ওয়াজ ও নসীহতের মাদানী ফুল ছড়িয়েছেন। আর ৯০ বছর বয়স পেয়ে ৫৬১ হিজরীতে দুনিয়া থেকে পর্দা করেন। (আখবারুল আখইয়ার, ৯ পৃষ্ঠা)

সালাতিনে জাহাঁ কিউ করনা উনকে রুয়'ব ছে কাঁফি,
না লায়া শের কো খতরে মে কুত্তা গাউছে আযম কা।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

উপকারী কার্তুস

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের মাতার তাজ, হুযুরে গাউছে পাক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ নিজেই আমলদার ছিলেন, এ জন্য তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর নেকীর দাওয়াতের সাথে সম্পৃক্ত বাক্যগুলো প্রভাবের তীর হয়ে লোকদের বুকের মধ্যে গেঁথে যেতো এবং তাদের অন্তরে দুনিয়া পরিবর্তন হযে যেতো। স্মরণ রাখবেন! যদি ভাল বন্দুকে গুলি চালানো হয়, তবে এর দ্বারা বাঘও মারা যায়। আমাদের নেকীর দাওয়াতের শব্দগুলো বন্দুকের গুলির মত, আর আমাদের কর্মকাণ্ড বন্দুকের মত। যদি নেকীর দাওয়াত প্রদানকারী এবং মন্দ থেকে বাধা প্রদানকারী নিজেই যদি আমলদার হয়ে যায়, তবে তার কথাইও প্রভাবিত হবে। এই নিজের কথার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করার জন্য আমাদেরকে আমাদের আমলী অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। হুযুরে গাউছে পাক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ নিজে আমল করা ব্যতীত অন্যকে উপদেশ দেওয়ার ব্যাপারে বলতেন: নিজে আমল করা ব্যতীত অন্যকে উপদেশ দেওয়ার মধ্যে কোন গুরুত্ব নেই। (আল ফতহুর রব্বানী, আল মজলিশুল ইশরোন, ৭৮ পৃষ্ঠা) আরো বলেন: নিজে আমল না করে অন্যকে উপদেশ দেওয়াটা এমনি, যেমন দরজা বিহীন ঘর এবং যার কোন রক্ষক নেই। এমনি ধনাগার যেখান থেকে কোন খরচ করা যায় না। আর এটা এমন দাবী, যার কোন স্বাক্ষী নেই। (আল ফতহুর রব্বানী, আল মসলিশুল ইশরোন, ৭৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি কোন ডাক্তারের কাছে প্রত্যেক রোগের ঔষধ থাকে, তবে অন্যান্য লোকেরা তার থেকে উপকৃত হয়। কিন্তু যখন ডাক্তার নিজেই ঐ রোগের আক্রান্ত হয়, তবে বেপরোয়া ভাবে কাজ করে থাকে। আর শেষ পর্যন্ত প্রাণ যাওয়ার আশঙ্কা হয়ে থাকে, তখন এটাকে বোকামী বলা যায়। ঠিক যে ব্যক্তি অন্যকে গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নেক কাজ করার উপদেশ দেয়, কিন্তু নিজে আমল করার চেষ্টা করেনা, তবে সেও শুরু থেকে পুরাপুরি ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।

নবীয়ে মুকার্‌রম, রাসূলে মুহতাশম, নূরে মুজাস্‌সাম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কিছু জান্নাতী লোক জাহান্নামীদের দিকে যাবে, তখন তাদের থেকে জিজ্ঞাসা করা হবে: তোমরা কি কারণে জাহান্নামে এসেছো? অথচ **আল্লাহ্‌**র শপথ! আমরাতো তোমাদের শিক্ষার কারণেই জান্নাতে প্রবেশ করেছি। তখন তারা বলবে: আমরা যা বলতাম তার উপর আমরা নিজেরাই আমল করতাম না।"

(আল মু'জামুল কবীর, ২২তম খন্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪০৫)

আমল কা হো জযবা আ'তা ইয়া ইলাহি! গুনাহোঁ ছে মুঝ কো বাচা ইয়া ইলাহি!
ইবাদত মে গুজরে মেরী যিন্দেগানী, করম হো করম ইয়া খোদা! ইয়া ইলাহি!

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

রাসূলে আকরাম, শাহে বনি আদম, রাসূলে মুহতাশাম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "লোকদেরকে ইলম শিখানো এবং নিজেকে নিজে ভুলে যাওয়ার উদাহরণ ঐ চেরাগের মত, যে লোকদেরকে তো আলোকিত করে কিন্তু নিজেকে নিজে জ্বালিয়ে ফেলে।" **(আল মু'জামুল কবীর, ১৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৬৮১)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমলহীন মুবাল্লীগের জন্য এর চেয়ে বড় ক্ষতির কথা আর কি হতে পারে! তার বয়ান শুনে আমলকারী তো জান্নাতের চিরস্থায়ী নেয়ামত পাওয়ার মধ্যে সফল হয়ে যায় আর সে আমল না করার কারণে জাহান্নামের শাস্তির অধিকারী হয়ে যায়। এ জন্য প্রত্যেক মুবাল্লীগ ও ধর্মীয় ব্যক্তিদের উচিত, লোকদের চোখে নেক্‌কার না হয়ে **আল্লাহ্‌ তাআলার** সন্তুষ্টির জন্য নিজের জ্ঞান অনুসারে আমল করার চেষ্টা করতে থাকা এবং অন্যদেরকেও নেকীর দাওয়াত দিতে থাকা।

www.dawateislami.net

সুন্নাতো কি করো খুব খিদমত, হার কিছি কো দৌঁ নেকী কি দাওয়াত।
নেক মে ভি বনো ইলতিজা হে, ইয়া খোদা! তুঝ ছে মেরী দোয়া হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মানুষের প্রকৃত শত্রু!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নফস শয়তান মানুষের প্রকৃত শত্রু এর মধ্যে থেকে নফস শয়তান থেকেও ভয়ানক। কেননা, সেটি শয়তানের ঈমানকে ধ্বংস করে তাকে চিরস্থায়ী অভিশাপের অধিকারী বানিয়েছে। হুজ্জাতুল ইসলাম সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: নফসের অনেক অর্থ রয়েছে, তার মধ্যে থেকে একটা হলো: নফস তাকে বলে যে, মানুষের মধ্যে যৌনতা ও রাগকে উত্তেজিত করে। সূফিগণ এই শব্দের বেশি ব্যবহার করেন। কেননা, তাদের মতে নফসের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো; মানুষের মধ্যে মন্দ গুণ একত্রিতকারী শক্তি। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ৫/৩)

এতে কোন সন্দেহ নেই, যে নিজের নফসের অনুসরণ করলো, নফস তাকে ধ্বংসের গর্তে নিক্ষেপ করলো। নফসের ধ্বংস থেকে বাঁচার পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে সুলতানে বাগদাদ, হুযুরে গাউছে পাক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: নফস মন্দ কাজের পরামর্শ দিয়ে থাকে, এটা তার স্বভাব। এক দীর্ঘ সময়ের পর সে সংশোধনের আয়ত্বে আসে। তোমাদের উপর আবশ্যক যে, সব সময় নফসের সাথে জিহাদ করতে থাকা। (অর্থাৎ বিরোধিতা করার জন্য কোমর বেঁধে থাকা উচিত) (আল ফতহুর রব্বানী, ৪৩ মজলিশ, ১৩৯ পৃষ্ঠা) অন্য আর এক জায়গায় বলেন: নিজের নফসকে সব সময় বলতে থাকো: নেকী অর্জন তোমাকে উপকার দিবে, আর তোমার মন্দ (গুনাহ) অর্জন তোমার জন্য বোঝা হবে। অন্য কেউ তোমার জন্য আমল করবে না, আর আমল থেকে কিছু দিবেও না। হে বান্দা! স্মরণ রাখো! নেক আমল করতে থাকা এবং নফসের সাথে জিহাদ করা খুবই জরুরী। (আল ফতহুর রব্বানী, ৪৩ মজলিশ, ১৪০ পৃষ্ঠা) আরো বলেন: যতক্ষণ পর্যন্ত নফস অপবিত্র ও মন্দ ইচ্ছা থেকে পবিত্র হবে না, ততক্ষণ সে কিভাবে **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারের নৈকট্য অর্জন করবে। নিজের নফসের ইচ্ছাকে শেষ করে দাও, তখন তোমার নফস তোমার অনুগত হয়ে যাবে। (আল ফতহুর রব্বানী, ৪৩ মজলিশ, ১৪০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নফসের কথা শুনা এবং তার বিরোধিতা থেকে উদাসীন থাকাটা সম্পূর্ণ বোকামী। এজন্য আমাদের উচিৎ, নফসের মোকাবেলা করা এবং তাকে আয়ত্ত্বে আনার চেষ্টা করা। তার ইচ্ছাকে কম পূর্ণ করবে, তার স্বাদকে ছেড়ে দিবে তাকে অধিক থেকে অধিকতর ইবাদতের প্রতি ধাবিত করবে। এমনকি তার ক্ষতি ও বিপদ থেকে বাঁচার জন্য **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে দোয়া করবে। নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমানের আকাঙ্ক্ষা এটাই যে, শত্রু কে শত্রু মনে করে তার মোকাবেলা করা, তার প্রতি অবহেলা করবে না। **সরদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "বুদ্ধিমান সে, যে নিজের নফসকে নিজের অনুগত বানিয়ে নিয়েছে এবং মৃত্যু পরবর্তীর জন্য আমল করে। আর বোকা সে, যে নিজের ইচ্ছানুসারে চলে এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র দয়ারও আশা করে থাকে।"

(তিরমিযী, কিতাব সিফাতুল কিতাব, বাবু ফি আওয়ানি সিফাতুল হউদ, ৪/২০৭, হাদীস- ২৪৬৭)

আল্লাহ্ আল্লাহ্ কি নবী ছে, ফরইয়াদ হে নফস কি বদী ছে।
ঈমান পে মউত বেহতর আউ নফস! তেরী নাপাক জিন্দেগী ছে।
ঘরে পিয়ারে পুরানে দিল সোয, গুযরা মেঁ তেরী দোস্তি ছে।

(হাদায়িকে বখশিশ, ১৪৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

আউলিয়ায়ে কিরামের সংস্পর্শের উপকারীতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারার একটি কারণ হল; তাকে না চিনা। যে নফস নিজের জালের মধ্যে কিভাবে ফাঁসায়, সে তার ধোকাকে কিভাবে প্রকাশ করে। তাকে না চিনার কারণে বান্দা নফসের আক্রমণের স্বীকার হয়ে থাকে। নফসের ধোকা ও তার প্রতারণাকে বুঝার জন্য **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রিয় ও নেক বান্দাদের সংস্পর্শ গ্রহণ করবে।

হুযুর সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এই কথার প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলেন: مَنْ اَكْثَرَ مِنْ مُّخَالَطَةِ الْعَارِفِيْنَ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَرَفَ نَفْسَهٗ অর্থাৎ যে ব্যক্তি **আল্লাহ্ তাআলা**র বিশেষ বান্দাদের (**আল্লাহ্**র ওলি) সংস্পর্শে থাকে,

www.dawateislami.net

তবে সে তার নফসকে চিনে নেয়। (আল ফতহুর রব্বানী, আল মজলিসুর রাবী, ওয়াল খামসোনা, ২৮০ পৃষ্ঠা) আরো বলেন: নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্**র ওলিদের গুনাবলীর মধ্যে থেকে এটাও রয়েছে যে, যখন তাঁরা কোন ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করে আর যদি তার অন্তরের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেয় তবে তার ঈমান ও আক্বীদা এবং অটলতার মধ্যে দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়। (আল ফতহুর রব্বানী, আল মাজলিসু সানী ওয়াস সিত্তুন, ২১৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল, নেক বান্দাদের সংস্পর্শে থাকার বরকতে অন্তরের দুনিয়া পরিবর্তন হয়ে যায়। বর্তমান যুগে ভাল সংস্পর্শ পাওয়ার একটি মাধ্যম হলো **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়া। আমাদেরও এই মাদানী পরিবেশে থেকে গুনাহ থেকে বেঁচে এবং নেকীর উৎসাহ পাওয়ার জন্য সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা, ইজতিমায়ী ভাবে প্রত্যেক সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা এবং অন্যান্য মাদানী কাজের মধ্যে অংশগ্রহণের পাশাপাশি প্রত্যেক মাসের তিন দিন মাদানী কাফেলার মধ্যে সফরের সৌভাগ্য অর্জন করা উচিত। আর আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শে এবং মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমলের অভ্যাস গড়া উচিত। কেননা, নেক লোকদের এক মুহূর্ত সাহাচার্য্য বড় বড় পাপীদের নেককারে পরিণত করে দেয়। বর্ণিত আছে; একবার হযরত সায়্যিদুনা গাউছে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ মদীনায়ে মুনাওয়ারা زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا হাজেরী দিয়ে খালি পায়ে বাগদাদ শরীফের দিকে আসছিলেন। রাস্তায় একজন চোর দাঁড়ানো কোন মুসাফিরের ফিরার অপেক্ষা করতে ছিলো। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ যখন তার নিকটে পৌঁছলেন তখন জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কে? সে বলল: আমি বেদুঈন। কিন্তু তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُকাশফের দ্বারা তার পাপ (গুনাহ) এবং অসৎ কার্যকলাপ লেখা দেখলেন। উক্ত চোরের অন্তরে চিন্তা আসল হয়তঃ তিনিই গাউছে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর তার অন্তরের সৃষ্টি হওয়া ঐ চিন্তার জানাও হয়ে গেল। তখন গাউছে পাক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: আমি আব্দুল কাদের। তা শুনা মাত্র ঐ চোর তাড়াতাড়ি গাউছে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর কদম মোবারকে পড়ন এবং তার মুখে يَا سَيِّدِىْ عَبْدَالْقَادِرِ شَيْئًا لِلّٰهِ (অর্থাৎ হে আমার আক্বা আব্দুল কাদের! আমার অবস্থার উপর দয়া করুন) জারি হয়ে গেলো।

www.dawateislami.net

গাউছে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর তার অবস্থার উপর দয়া এসে গেলো, আর তার সংশোধনের জন্য **আল্লাহ্**র দরবারে মনোনিবেশ করলেন। তখন অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো: হে গাউছে আযম! উক্ত চোরকে সরল পথ দেখান এবং হেদায়তের দিকে পথ প্রদর্শণ করে তাকে কুতুব বানায়ে দেন। অতএব গাউছে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ফয়েযের দৃষ্টি পৌঁছতে সে কুতুবিয়তের স্তরে পৌঁছে গেলো।

(সিরাতে গাউছ ছাকালাইন, ১৩০ পৃষ্ঠা। গাউছে পাক কে হালাত, ৩৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! ছরকারে বাগদাদ, হুযুরে গাউছে পাক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর এক ফয়েযের দৃষ্টিতে উক্ত চোরের নফসের তাড়না এবং অন্তরের ময়লা সব পরিস্কার হয়ে গেলো এবং গাউছে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাকে সময়ের কুতুব বানিয়ে দিলেন। জানা গেলো, যখন **আল্লাহ্ তাআলা**র অলীর দৃষ্টিতে চোর কুতুব হয়ে যায় তাহলে আমাদের গুনাহের ময়লা এবং অন্তরের রঙ্গকে ধোয়া তাদের জন্য কেন বড় বিষয় না? এই জন্য আমাদের আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَہُمُ اللّٰہُ تَعَالٰی সাহচার্য্যে থাকা উচিৎ। আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَہُمُ اللّٰہُ تَعَالٰی নৈকট্য এবং তাদের প্রতি ভালবাসা রাখার উপকারিতা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আমহদ বিন হারব رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: সৎ লোকদের মুহাব্বত করা ও তাদের সাহচার্য্যে থাকা এবং কথা সমূহ দেখে আমল করা মানুষের অন্তরের জন্য বড়ই উপকারী।

(তাম্বীহুল মুগতাররিন, আল বাবুল আওয়াল গাইরাতুহুম ইজা ইন্তাহাকাত হেরমাতহু, ৪১ পৃষ্ঠা)

গুনাহোঁ কে আমরায ছে নিম জাঁ হোঁ, পায়ে মুর্শিদী দে শিফা ইয়া ইলাহী!
বানা দে মুঝে নেক নেকিয়োঁ কা সদকা, গুনাহোঁ ছে হারদম বাঁচা ইয়া ইলাহী!

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

আখিরাতের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করো:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সৎ লোকের সাহচার্য্যে থাকুন, গুনাহ থেকে বাঁচুন, ভাল ভাল নেকী সমূহ করুন। দুনিয়ার অস্থায়ী সৌন্দর্য্য থেকে মুখ ফিরায়ে নিন। স্মরণ রাখুন! দুনিয়ার উপমা একটি অতিক্রান্ত রাস্তার মতো, যা অতিক্রম করার পর আমরা অবতরণ স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যাই।

www.dawateislami.net

এখন ঐ অবতরণ স্থান হয়ত জান্নাত হবে অথবা জাহান্নাম। তার সীমাবদ্ধতা এই বিষয়ের উপর যে, আমরা এই সফর কিভাবে করেছি। **আল্লাহ্ তাআলা** এবং তার রাসূল صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যে অতিক্রম করেছি নাকি **আল্লাহ্ তাআলা** ও তাঁর রাসূল صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অবাধ্যতায়। আফসোস! ঐ ব্যক্তির উপর যে দুনিয়ার রং দেখে তার ধোকায় লিপ্ত থাকে এবং মৃত্যু থেকে একেবারেই বিমুখ হয়ে যায়।

হুযুরে গাউছে পাক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ অলসতার নিদ্রা থেকে জাগ্রত করতে গিয়ে বলেন: হে **আল্লাহ্ তাআলা**র বান্দারা! নিজের আকাঙ্ক্ষার বাতি নিভিয়ে দিন, নিজের লোভের চাদর জড়িয়ে নিন এবং বিদায় গ্রহণকারীর মত নামায আদায় করুন (অর্থাৎ- প্রত্যেক নামাযকে শেষ নামায মনে করে আদায় করুন)। স্মরণ রাখুন! মু'মিনের জন্য এটা উচিত নয় যে, সে ঐ অবস্থায় শয়ন করবে, যে তার লিখা অছিয়ত তার শিয়রে রাখা হবে না। (আল ফতহুর রব্বানী, আল মাজলিসুস সানি ওয়াস সুতুন, ২২০ পৃষ্ঠা) অর্থাৎ গাউছে পাক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আমাদেরকে এই অনুভূতি দিচ্ছেন যে, মৃত্যু যেকোন অবস্থায় আসতে পারে, এজন্য বান্দা প্রত্যেক দিনকে নিজের শেষ দিন, প্রত্যেক নামাযকে শেষ নামায এবং প্রত্যেক নিদ্রাকে শেষ নিদ্রা মনে করুন। আরো বলেন: হে বান্দারা! তোমরা পানাহার, পরিবারের মধ্যে থাকা এবং নিজের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মেলামেশা একজন বিদায় গ্রহণকারী ব্যক্তির মতো হওয়া উচিত। তাই ঐ ব্যক্তি যার জীবনের রশি এবং সমস্ত ক্ষমতা অন্যের আয়ত্বে, তাকে এভাবে দুনিয়ায় থাকতে হবে। (আল ফতহুর রব্বানী, আল মাজলিসুস সানি ওয়াস সুতুন, ২২০ পৃষ্ঠা) আখিরাতের চিন্তা করো যখন এই অস্থায়ী দুনিয়া অর্জন পরিশ্রম এবং কষ্ট ছাড়া সম্ভব নয়। (অর্থাৎ দুনিয়ার অস্থায়ী নেয়ামতের জন্য পরিশ্রম করতে হয়) আর ঐ জিনিস যা **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট আছে (এবং সর্বদা বিদ্যমান থাকবে) তা রিয়াজত এবং পরিশ্রম ছাড়া অর্জন করা কিভাবে সম্ভব? (আল ফতহুর রব্বানী, আল মাজলিসুস সানি ওয়াস সুতুন, ২২২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ছরকারে বাগদাদ, হুযুরে গাউছে পাক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আমাদেরকে দুনিয়ার অস্থায়ী চাকচিক্য থেকে মুখ ফিরিয়ে এবং কবর ও হাশরের প্রস্তুতির মনমানসিকতা বানানোর উৎসাহ দিচ্ছেন। বাস্তবে বুদ্ধিমান ঐ ব্যক্তি, যে মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুর প্রস্তুতি নিতে গিয়ে নেকীর পুঁজি একত্রিত করে এবং সুন্নাতের মাদানী প্রদীপ কবরে সাথে নিয়ে যায়, আর এভাবে কবরের আলোর ব্যবস্থা করে। নতুবা কবর কখনো এটা দেখবেনা যে আমার ভিতর কে এসেছে, আমীর হোক বা ফকির, মন্ত্রি হোক বা তার ওযীর, বিচারক হোক বা বিচার প্রার্থী, অফিসার হোক বা কর্মচারী, ধর্নাঢ্য হোক বা চাকুরী জীবি, ডাক্তার হোক বা রোগী, ঠিকাদার হোক বা শ্রমিক। যদি কারো কাছে আখিরাতের সঞ্চয় কম থাকে এবং নামায ইচ্ছাকৃত কাযা করে, রমযানের রোযা কোন অপারগতা ছাড়া রাখেনা, ফরয হওয়া সত্ত্বেও যাকাত দেয় না, হজ্ব ফরয ছিল কিন্তু আদায় করেনি, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও শরয়ী পর্দার বিধান করেনি, পিতা-মাতার অবাধ্য হয়েছে, মিথ্যা, গিবত চোগলখোরীর অভ্যাস ছিল, সিনেমা-নাটক দেখতে থাকে, গান-বাজনা শুনতে থাকে, দাঁড়ি মুণ্ডাতে থাকে, মোট কথা গুনাহের বাজার খুব গরম রাখল। তখন **আল্লাহ্ তাআলা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টি অবস্থায় আফসোস আর অনুতপ্ত হওয়া ছাড়া আর কোন কিছু বাকি থাকবে না।

দিলা গাফিল না হো ইয়েক দম ইয়ে দুনিয়া ছোড় জানা হে,
বাগিচে ছোড় কর খালি যমিঁ আন্দর সামানা হে।
তু আপনি মাওত কো মত ভুল কর সামান চলনে কা,
যমিঁ কি খাক পর সুনা হে ইঁটোঁ কা সিরহানা হে।
জাহাঁ কে শাগল হেঁ শাগেল খোদা কে যিক্‌র সে গাফিল,
করে দা'ওয়া কেহ্ ইয়ে দুনিয়া মেরা দায়িম ঠিকানা হে।
গোলাম ইক দম না কর গাফলাত হায়াতি পর না হো গুর্‌রা,
খোদা কি ইয়াদ কর হার দম কেহ্ জিস নে কাম আ-ন হে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

খোদার ভীতিঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বাস্তবতাকে কোন মুসলমান অস্বীকার করেনা যে, এই সংক্ষিপ্ত জীবনের পর প্রত্যেক আপন রব **তাআলা**র দরবারে হাজির হয়ে হিসাব দিতে হবে। যার পর **আল্লাহ্**র রহমত আমাদের দিকে নিবিষ্ট হওয়ার অবস্থায় জান্নাতের উত্তম নেয়ামত আমাদের মিলবে অথবা **আল্লাহ্**র পানাহ! গুনাহের দূর্ভাগ্যের কারণে জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি আমাদের নসীব হবে। সুতরাং দুনিয়াবী জীবনের চাকচিক্য, খুশি এবং স্বাদে ডুবে আখিরাতের হিসাবের ব্যাপারে উদাসীনতার লিপ্ত হয়ে যাওয়া নিঃসন্দেহে অজ্ঞতা। স্মরণ রাখুন! মুক্তি এতেই যে, আমরা কায়েনাতের মালিক **আল্লাহ্ তাআলা** ও তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বিধি বিধানের উপর আমল করার মাধ্যমে নিজের জন্য নেকীর স্তুপ একত্রিত করা এবং গুনাহ করা থেকে বিরত থাকা। উক্ত বড় উদ্দেশ্য কামিয়াবীর জন্য অন্তরে খোদা ভীতি থাকা আবশ্যক। কেননা, যতক্ষণ এই নেয়ামত অর্জন হবেনা গুনাহ থেকে পশ্চাদ মুখী এবং নেকীর প্রতি ভালবাসা প্রায় অসম্ভব। হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: হে **আল্লাহ্**র বান্দারা! তোমরা **আল্লাহ্ তাআলা** থেকে অভয় হয়োনা। বরং ভয়কে আবশ্যক করে নাও। যদি **আল্লাহ্ তাআলা** জান্নাত এবং জাহান্নাম কে সৃষ্টি না করতেন, তখনও তার সত্ত্বা এই বিষয়ের হকদার ছিলো যে, তাকে ভয় করা। আর তার প্রতি আশা রাখা।

(আল ফতহুর রব্বানী, আল মাজলিসুস তাসি আশারা ফি মাখাফাতিল্লা, ৭৫,৭৬ পৃষ্ঠা)

স্মরণ রাখুন! আল্লাহ্র ভয় (খোদা ভীতি) দ্বারা উদ্দেশ্য শুধু এটা নয় যে, কবর ও হাশর, হিসাব ও মিযান ইত্যাদির অবস্থা শুনে বা পড়ে শুধু কিছু আহ! আহ! করে বা নিজের মাথাকে কয়েকবার এদিকে ওদিকে ফিরিয়ে বা আফসোস করে চোখ থেকে কিছু অশ্রু প্রবাহিত করা। বরং তার সাথে সাথেই খোদার ভয়ের আমলী চাহিদাকে পূর্ণ করতে গিয়ে গুনাহকে ছেড়ে দেয়া এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র আনুগত্যে ব্যস্ত হয়ে যাওয়াও আখিরাতের নাজাতের জন্য অত্যন্ত আবশ্যক। হুযুর গাউছে পাক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: (হে **আল্লাহ্**র বান্দারা) তার সত্ত্বার তালাশকারী হয়ে তার আনুগত্য করো।

www.dawateislami.net

তার বিধি-বিধান আদায়, তার নিষিদ্ধ কৃত বিষয় থেকে বিরত থাকা আর তার ফয়সালা ও তাকদীরে ধৈয্য ধারণ করার মধ্যে তার আনুগত্য। তোমরা তার দরবারে তাওবা করো এবং তার সামনে ভাল ভাবে বিনয় এবং কান্নাকাটি করো। আর যখন তুমি সত্য মনে তাওবা করবে এবং ভাল আমলে অটল থাকবে, তখন **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাকে উপকার প্রদান করবেন।

(আল ফতহুর রব্বানী, আল মাজলিসুস তাসি আশারা ফি মুখাকাতিল্লা, ৭৫ পৃষ্ঠা)

আমাদেরকেও নিজের হিসাব নেয়া উচিৎ এখন পর্যন্ত আমরা লশ শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়েছি, শৈশব, যৌবন এবং বার্ধক্য নিজের বয়সের কত ঘন্টা চলে গেছে। ঐ সময়ে কতবার আমরা **আল্লাহ্**র ভয়কে অনুভব করেছি। কখনো কি আমাদের শরীর **আল্লাহ্ তাআলা**র ভয়ে কম্পিত হয়েছে? কখনো কি আমাদের চোখ থেকে **আল্লাহ্**র ভয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়েছে? যদি উত্তর হ্যাঁ! হয়, তবে চিন্তা করুন যদি আমরা ঐ অবস্থা সমূহকে অনুভবও করেছি **আল্লাহ্**র ভয়ের আমলি চাহিদাকে পূর্ণ করতে গিয়ে অবশিষ্ট জীবন **আল্লাহ্ তাআলা**র আনুগত্যে কাটানোর সৌভাগ্য অর্জন করেছি কি? না শুধু ঐ অবস্থা সমূহ অন্তরে প্রকাশিত হবার উপরে প্রশান্ত হয়ে গেলেন। আমরা **আল্লাহ্ তাআলা**কে ভয়কারীদের মধ্য থেকে এবং বিভিন্ন গুনাহের দ্বারা নিজের আমল নামা কালো করার আমল নিয়মিত জারি রেখেছি। আর যদি এই প্রশ্নের উত্তরে না আসে, তবে চিন্তা করুন; এ রকম তো নয় যে, অধিক গুনাহের কারণে আমাদের অন্তর কাঠোর থেকে কঠোর হয়ে গেছে। যার কারণে আমরা ঐ সব অবস্থা থেকে এখনও পর্যন্ত উদাসীন। যদি বাস্তবে এরূপ হয়, তবে দুশ্চিন্তার বিষয় যে, আমাদের অন্তরের কঠোরতা (পাষণ্ডতা) এবং তার ফলে সৃষ্টি হওয়া উদাসীনতা যাতে আমাদেরকে জাহান্নামের গভীরতায় ফেলে না দেয়।

সিলসিলাহ্ আহ! গুনাহোঁ কা বাড়াহ্ জাতা হে, নিত নয়া জুরম হার ইক আ-ন হুওয়া জাতা হে।
আহ! জাতি নেহিঁ হে আ'দতে ইয়াওয়হ্ গুয়ি, ওয়াক্ত আনমোল ইয়োঁ বরবাদ হুওয়া জাতা হে।
আপনি উলফত কা মুঝে জাম পিলা দো সাকি!
কলব দুনিয়া কি মুহাব্বাত মেঁ ফাঁসা জাতা হে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪৩২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অবশ্য মানুষ থেকে গুনাহ হয়ে য়ায়, কিন্তু তার উপর সর্বদা অটল থাকা এবং তাওবাকে একেবারেই ভুলে যাওয়া বড় দূর্ভাগ্যের কথা। পীরদের পীর, রওশন যমীর, শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: হে মুসলমানগণ! যখক্ষণ জীবনের দরজা খোলা তাকে গনিমত মনে করো। তা অচিরেই তোমার উপর বন্ধ করে দেয়া হবে। যতক্ষণ ভাল আমল করার সামর্থ্য রাখো, তাকে গনিমত মনে করো এবং তাওবার দরজাকে গনিমত মনে করো যতক্ষণ তা খোলা রয়েছে তাতে প্রবিষ্ট হয়ে যাও। (আল ফতহুর রব্বানী, আল মাজলিসুর রাবে ফিত তাওবাহ, ২৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রতিদিন উঠা জানাযা এবং দিনে-রাতে সংগঠিত ভয়াবহ ঘটনা সমূহ আমাদেরকে সতর্ক করে এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে গনিমত জানার আওয়াজ দিচ্ছে। কিন্তু এর উপর ঐ ব্যক্তি সহায়ক হয়, যার আখিরাতের চিন্তা যুক্ত হয়েছে। মৃত্যু থেকে দূরে অবস্থানকারীদের মধ্যে আমরা যুবক, বৃদ্ধ এবং বাচ্চারাও রয়েছে। মৃত্যু কারো বয়স এবং সতর্কতা দেখেনা, কোন গরীব এবং সম্পদশালীর ধার ধারেনা। কারো ব্যস্ততা বা অবসরের ধার ধারেনা। মৃত্যু নিঃশ্বাস পূর্ণ হওয়ার পর মুহুর্তেই কবরের হাওয়ালা করে দেয়। সুতরাং জীবনকে গনিমত জেনে আজই গুনাহের উপর লজ্জিত হয়ে সত্যিকার অর্থে তাওবা করুন। যদি পুনরায় গুনাহ করে বসেন, তবে পুনরায় তাওবা করুন। পারা- ৬, সূরা- মায়েদার ৩৯নং আয়াতের মধ্যে ইরশাদ হচ্ছে:

فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَ اَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ یَتُوْبُ عَلَیْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ﴿۳۹﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যেই আপন জুলুমের পরে তাওবা করে এবং সংশোধন হয়ে যায়, তখন **আল্লাহ্** আপন মোহর দ্বারা তার তাওবা কবুল করবেন। নিশ্চয়ই **আল্লাহ্** অতি ক্ষমাশীল এবং দয়ালু।

পারা- ১৮, সূরা- নূর এর ৩১নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে

وَ تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ جَمِیْعًا اَیُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۳۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং **আল্লাহ্**র দিকে তাওবা করো হে মুসলমানগণ সবাই এই আশায় যে, যাতে তোমরা সফল কাম হও।

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল হক্কি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উক্ত আয়াতের আলোকে বলেন: **আল্লাহ্ তাআলা** সমস্ত মুসলমানদেরকে তাওবা ও এস্তেগফারের আদেশ করেছেন। এজন্য যে, মানুষ স্বভাবত দূর্বল চেষ্টা সত্ত্বেও তারা কোন না কোন ভুলে পড়েই যায়। ইমাম কুশাইরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: তাওবার সবচেয়ে অধিকে মুখাপেক্ষী ঐ ব্যক্তি যে নিজের জন্য তাওবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। উক্ত আয়াতে মোবারকায় **আল্লাহ্ তাআলার** গুণ ছাত্তারীর অধিক প্রকাশিত। **আল্লাহ্ তাআলা** সমস্ত ঈমানদারকে তাওবার হুকুম ইরশাদ করেছেন, যাতে গুনাহগার অপমান না হয়। কেননা, যদি শুধু গুনাহগারদেরকে সম্বোধন করতো তখন তাদের অপমান হতো। উক্ত বাণী থেকে আশা করা যায় যে, যেভাবে দুনিয়ায় অপমান করা হয়নি সেভাবে আখিরাতেও অপমান করা হবে না।

(তাফসীরে রূহুল বয়ান, পারা- ১৮, আননূর তাহতাল আয়াত- ৩১, ৬/১৪৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অবশ্য **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত অসীম এবং অফুরন্ত যে, তাঁর গুনাহগার বান্দা চাই তার যত নাফরমানী করুক। দিন-রাত তাঁর হক নষ্টের বিষয়টিও কুণ্ঠাবোধ না করে। কিন্তু তার পরও দয়ালু **আল্লাহ্** আমাদেরকে ধারাবাহিক সুযোগ দিতে থাকেন। আর যদি আমরা সত্যিকার তাওবা করে নিই তখন আমাদের সমস্ত দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দেন। শুধু এটা নয় বরং নিজের বান্দাদের উপর অধিক রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তাদের সমস্ত গুনাহকেও নেকীর দ্বারা পরিবর্তন করে দেন। সুতরাং পারা- **১৯**, সূরা- ফুরকান এর ৭০নং আয়াতের মধ্যে ইরশাদ হচ্ছে:

اِلَّا مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓىِٕكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۷۰﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: কিন্তু যিনি তাওবা করে এবং ঈমান আনে এবং ভাল করে তাহলে এরূপ ব্যক্তিদের গুনাহ সমূহকে **আল্লাহ্** নেকী দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন এবং **আল্লাহ্** অতি ক্ষমাশীল এবং অতি দয়ালু।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের দয়ালু এবং করুণাময় **আল্লাহ্** আমাদেরকে কিভাবে তাওবার প্রতি উৎসাহ দিচ্ছেন এবং এর উপর কত বড় বড় সুসংবাদ শুনাচ্ছেন। **আল্লাহ্ তাআলার** এরূপ দয়ার পরও যদি কেউ গুনাহের উপর অটল থাকে, তাওবায় বিলম্ব করে, তবে তার চেয়ে অজ্ঞ আর কে হতে পারে। আসুন! তাওবার গুরুত্ব অন্তরে বসানোর জন্য এবং গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য তাওবার ফযিলতের উপর দু'টি **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم শুনি:

(১) "সকল মানুষ গুনাহগার, আর গুনাহগারদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি যে তাওবা করে নেয়।" (সুনানে ইবনে মাযাহ, কিতাবুয যুহুদ, বাবু যিকরিত তাওবা, ৪র্থ খন্ড, ৪৯১ পৃষ্ঠা, নম্বর- ৪২৫১)

(২) "যে এ কথার উপর খুশি যে, তার আমলনামা তাকে খুশি করুক, তার উচিত বেশি পরিমাণে ইস্তিগফার করতে থাকা।"

(মাজমাও'য যাওয়ায়িদ, কিতাবুত তাওবা, বাবু ..... ১০ম খন্ড, ৩৪৭ পৃষ্ঠা, নম্বর- ১৭৫৭৯)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ওলিদের মাযারের মজলিশ:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আওলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی বয়ান করা বানীগুলো শুনে তাওবার তৌফিক মিলে। তাদের মোবারক জীবনী পড়ে নফসে আম্মারার উপর শক্তি পাবার সাহস সৃষ্টি হয়, **আল্লাহ্ তাআলার** ইবাদত এবং আনুগত্যের জীবন অতিবাহিত করার মানসিকতা সৃষ্টি হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামীর** অধিনে লোকদের অন্তরের মধ্যে **আল্লাহ্র** ওলিদের ভালবাসাও বিশ্বাস বাড়ানোর জন্য একটি বিভাগ হলো "মাজারাতে আউলিয়া মজলিশ" এই বিভাগের মাধ্যমে অন্যান্য মাদানী কাজের পাশাপাশি বুযুর্গদের মাজার সমূহে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন দ্বীনি খেদমত সম্পাদন করা। যেমন- যতটুকু সম্ভব মাজার ওয়ালার ওরশের মধ্যে ইজতিমায়ে যিকির ও নাতের ব্যবস্থা করা, মাজারের সাথে সংযুক্ত মসজিদের মধ্যে আশিকে রাসূলদের সাথে মাদানী কাফেলায় সফর করানো। আর বিশেষ করে ওরশের দিনে মাজার শরীফ প্রঙ্গনে সুন্নাতে ভরা মাদানী হালকা লাগানোর ব্যবস্থা করা।

www.dawateislami.net

যার মধ্যে অযু, গোসল, তায়াম্মুম, নামায, ইছালে সাওয়াবের পদ্ধতি, মাজারে উপস্থিত হওয়ার আদব এবং **সুলতানে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত সমূহ শিখানো হয়। এমনকি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ, মাদানী কাফেলায় সফর এবং মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার শিক্ষাও দেওয়া হয়। ওরশের দিন সাহিবে মাজারের খেদমতে অসংখ্য অসংখ্য ইছালে সাওয়াবের তোহফা পেশ করার চেষ্টা করা হয়। এমনকি যতটুকু সম্ভব সাহিবে মাজারের দাযিত্বপ্রাপ্ত খলিফা এবং মাজারের মুতাওয়াল্লী সাহেবগণ সময়ে সময়ে সাক্ষাৎ করে তাদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র খেদমত জামেয়াতুল মদীনা ও মাদ্‌রাসাতুল মদীনা এবং বাইরের দেশে সংগঠিত হওয়া মাদানী কাজ পরিচিত করার চেষ্টা করা হয়।

আল্লাহ্ করম এয়ছা করে তুঝ পে জাহাঁ মেঁ,
এ্যয় দা'ওয়াতে ইসলামী তেরী ধুম মাচী হো।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

বয়ানের সারাংশঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সব সময় তার বানী সমূহের মাধ্যমে তাঁর নানাজান, **রহমতে আলাম, নূরে মুজাস্‌সাম, শাহে বনী আদম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রিয় উম্মতের সংশোধন ও শিক্ষা দিতেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ নেক লোকদের নেকীর প্রতি অটল থাকা এবং গুনাহগার ও দুনিয়াদার লোকদের দুনিয়ার ভালবাসা ছাড়িয়ে প্রকৃত প্রেমের সূধা পান করার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর বেলায়াতের দৃষ্টি এবং সুউচ্চ বানী সমূহে অনেক ব্যক্তি সঠিক পথে এসে গেছে। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ নফসের ইচ্ছাকে দমন এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র নেক বান্দাদের সংস্পর্শে থাকাকে নফসের চিকিৎসা অনুমোদন দিয়েছেন। এভাবে গাউছে পাক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সর্বদা আখিরাতের চিন্তায় সজীব থাকার এবং আপন ইলমের উপর আমল করার উৎসাহ দিয়েছেন। নফস ও শয়তানের উপর শক্তি পাবার একটি পদ্ধতি নিজের অন্তরে খোদার ভয়ের প্রদীপ আলোকিত করাও বলেছেন।

www.dawateislami.net

হায়! আমাদেরও **আল্লাহ্ তাআলা**র ভয় (খোদা ভীতি) নসীব হয়ে যেতো, তখন নেকী করা এবং গুনাহ থেকে বাঁচার অনেক সহজ হয়ে যেতো। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরকে আমলের তৌফিক দান করুন। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে দৈনিক একটি মাদানী কাজ

"মাদ্‌রাসাতুল মদীনা" প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুযুর্গদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার জন্য, সুন্নাতের উপর আমল করার এবং নেকীর দাওয়াত ব্যাপক প্রচার করার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজে বড় ছোট সকলে অংশ নিন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ১২টি মাদানী কাজ থেকে দৈনিক একটি মাদানী কাজ মাদ্‌রাসাতুল মদীনা (প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য)। কুরআনে মজিদ, **আল্লাহ্ তাআলা**র বরকময় কালাম। তা তিলাওয়াত করা, করানো এবং শুনা ও শুনানো সব সাওয়াবের কাজ। কিন্তু এই সাওয়াব তখন মিলবে যখন তাজবীদ সহকারে তিলাওয়াত করা হয়। না হয় অনেক সময় সাওয়াবের স্থলে বান্দা আযাবের হকদার হয়ে যায়। ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ্ আহমদ রযা খাঁন رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: অবশ্য এতটুকু তাজবীদ যা দ্বারা তাছহীহি (تَصْ-حِیْ-حِ) হরফ সমূহ হয় (তাজবীদের কায়দা অনুযায়ী হরফ সমূহ সঠিক মাখরাজ থেকে আদায় করতে পারে) এবং ভুল তিলাওয়াত করা থেকে বাঁচা ফরযে আইন। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, মুখর্‌রাজা, ৬ষ্ঠা খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা) কুরআনে মজিদ তিলাওয়াত করা, করানো ফযিলতের কারণ। যেমন- **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "خَیْرُکُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَہٗ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে কুরআন শিখে এবং অপরকে শিখায়।" (সহীহ বুখারী, ৩য় খন্ড, ৪১০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫০২৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তবলীগে কুরআন এবং সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধিনে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে অসংখ্য মাদ্‌রাসা চালু রয়েছে। যেগুলো মাদ্‌রাসাতুল মদীনা নামে প্রতিষ্ঠিত। প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ঐসব মাদরাসায় فِیْ سَبِیْلِ اللہ (**আল্লাহ্**র ওয়াস্তে) (ফ্রি)

www.dawateislami.net

সঠিক উচ্চারণের সাথে কুরআনে পাক পড়ানো হয়, বিভিন্ন দোয়া ও সুন্নাত সমূহেরও শিক্ষা দেয়া হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ মাদ্‌রাসাতুল মদীনা (প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য) প্রতিষ্ঠানের বরকতে অনেক ইসলামী ভাই সংশোধন হয়েছে।

আমার জীবনে বাহার এসে গেলো:

যমযম নগর, হায়দারাবাদ (বাবুল ইসলাম সিন্ধুর) এলাকা আফন্দী টাউনের বাসিন্দা একজন ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা; আমি একজন ফ্যাশন পূঁজারী যুবক ছিলাম। দুনিয়ার মোহে বিভোর, নিজের আখিরাতের পরিণতি থেকে উদাসীন জীবনের সময় অতিবাহিত করছিলাম। যে আমার ঘুমন্ত ভাগ্য জেগে উঠল, আমার মাদ্‌রাসাতুল মদীনার (প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য) রূহানী ফয়েযে কি সম্ভব হল। আমার সৌভাগ্যের সফর শুরু হলো। মাদ্‌রাসাতুল মদীনা (প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য) এর বরকতে আমার অন্ধকার অন্তরকে খোদার ভয় এবং নবী প্রেমের বাতি আলোকিত করে দিলো। এতে আমার কুরআনে করীমের শিক্ষার সাথে সাথে সুন্নাতের উপর আমল করার আগ্রহও সৃষ্টি হয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ মাদ্‌রাসাতুল মদীনা (প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য) এর পড়ার বরকতে আমার জীবনে মাদানী বাহার (বসন্ত) এসে গেলো। ফ্যাশন পূঁজারী এবং দুনিয়ার মোহে বিভোরতা থেকে মুক্তি মিলল। আর আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেরাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফেলা যিম্মাদার হিসেবে মাদানী কাজের সাড়া জাগানোর সৌভাগ্য অর্জন করছি।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বর্ণনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসল সে (মূলত) আমাকে ভালবাসল আর যে আমাকে ভালবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সফরের সুন্নাত ও আদব সমূহ:

(১) সম্ভব হলে বৃহস্পতিবার সফর শুরু করুন কেননা বৃহস্পতিবার সফর শুরু করা সুন্নাত। (আশ'আতুল লুম'আত, ৫ম খন্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা) **(২) যদি সম্ভব হয় রাতের বেলায় সফর করুন। কেননা রাতের সফর তাড়াতাড়ি শেষ হয়।** হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন, **সারওয়ারে মদীনা, সুলতানে বা-করীনা, করারে কলবো সীনা, ফয়েজে গানজিনা, সাহেবে মুয়াত্তার পসীনা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "রাতে সফর করো, কেননা রাতে জমিনকে সংকুচিত করে দেওয়া হয়।" (সুনানে আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৫৭১) **(৩) যদি কিছু ইসলামী ভাই মিলে কাফেলার আকারে সফর করে তখন কোন একজনকে আমীর বানিয়ে নিন।** হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **তাজেদারে মদীনা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন তিন (জন) ব্যক্তি সফরের জন্যে রওনা হও তখন নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর বানিয়ে নাও।" (সুনানে আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ৫১ ও ৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৬০৯) **(৪) সফরে বের হওয়ার সময় আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধবের সাথে দেখা করুন আর নিজের ভুল ভ্রান্তি ক্ষমা করিয়ে নিন এবং যার কাছ থেকে ক্ষমা চাওয়া হয় তার উচিত যেন অন্তর থেকে ক্ষমা করে দেয়া।** (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৬ষ্ঠ অংশ, ১০৫৬ পৃষ্ঠা) **(৫) সফরের কাপড় পরিধান করে যদি মাকরূহ সময় না হয় তবে সূরা ফাতিহা ও সূরা ইখলাস সহকারে চার রাকাত নফল নামায আদায় করে ঘর থেকে বের হোন,** এ নামায সে ফিরে আসা পর্যন্ত তার পরিবার পরিজন ও ধন দৌলত নিরাপদে থাকার মাধ্যম হবে। অতঃপর এলাকার মসজিদ হতে বিদায়ের সময় যদি মাকরূহ সময় না হয় তবে এতেও দু'রাকাত নামায আদায় করে নিন। **(৬) যখনই আমরা সফরে যাত্রা করি তখন আমাদের পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র দরবারে সোপর্দ করা উচিত। আল্লাহ্ তাআলাই** সবচেয়ে উত্তম হেফাজতকারী। যদি সম্ভব হয় তাহলে ঘরে বসবাসকারীদেরকে এই বলে সফরে রওয়ানা হোন

www.dawateislami.net

اَسْتَوْدِعُكَ اللّٰهَ الَّذِی لَا یُضِیْعُ وَدَائِعَهٗ

অর্থাৎ "আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করে যাচ্ছি যিনি আমানত সমূহ নষ্ট করেন না।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩য় খন্ড, ৩৭২ পৃষ্ঠা, হাদীস -২৮২৫)

(৭) ব্যবসার উদ্দেশ্যে সফরকারী ইসলামী ভাইয়েরা এই ৫টি সূরা পড়ে নিন। (ক) সূরা কাফিরুন (খ) সূরা নসর (গ) সূরা ইখলাস (ঘ) সূরা ফালাক (ঙ) সূরা নাস। **(৮) রেল এবং বাস ইত্যাদি গাড়ীযোগে যাত্রাকালে প্রথমে** بِسْمِ اللّٰہِ، اَللّٰہُ اَکْبَرُ، سُبْحَانَ اللّٰہِ **তিনবার করে পড়ার পর** لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ **একবার পাঠ করুন,** অতপর এই দোয়াটি পড়ুন:

سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِیْنَ ﴿۱۳﴾ وَاِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ﴿۱۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:- "পবিত্রতা তাঁরই যিনি এই যানবাহনকে আমাদের বশীভুত করে দিয়েছেন; অথচ সেটা আমাদের বশীভূত হবার ছিল না; এবং নিশ্চয় আমাদেরকে আপন প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।"

(পারা- ২৫, সূরা- যুখরুফ, আয়াত- ১৩,১৪) (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০ম খন্ড, ৭১৮ পৃষ্ঠা)

(৯) যখন নৌকায় আরোহন করবেন তখন এই দোয়া পড়ুন, اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ **ডুবে যাওয়া হতে হিফাযত থাকবে।**

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا ؕ اِنَّ رَبِّیْ لَغَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ﴿۴۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:- "আল্লাহ্‌র নামে সেটার গতি ও সেটার স্থিতি। নিশ্চয় নিশ্চয় আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, দয়ালু।"

(পারা- ১২, সূরা- হুদ, আয়াত- ৪১) (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০ম খন্ড, ৭২৯ পৃষ্ঠা)

(১০) সফরে সর্বদা আল্লাহ্‌র যিকির করতে থাকুন। ট্রেন বা বাস ইত্যাদির মধ্যে بِسْمِ اللّٰہِ، اَللّٰہُ اَکْبَرُ، سُبْحَانَ اللّٰہِ **এবং** اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ প্রত্যেকটি তাসবীহ ৩ বার করে আর لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ একবার পড়ুন। **(১১) কখনো কোন কাফেলার সাথে সফরে গেলে, তখন সবাই মিলে মিশে একই জায়গায় নামবেন।** কেননা হযরত সায়্যিদুনা আবু সালাবাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: লোকেরা যখন গন্তব্যে নামতো তখন ফাঁক ফাঁক হয়ে অবস্থান করত।

www.dawateislami.net

তাজেদারে মদীনা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমাদের এভাবে ফাঁক ফাঁক হয়ে অবস্থান করা শয়তানে পক্ষ হতে।" এরপর সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان যখনই কোন গন্তব্যে অবতরণ করতেন সবাই মিলে মিশে একই স্থানে অবস্থান করতেন। (সুনানে আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৬২৮) **(১২) সফরের মধ্যে যদি কোন অভাবী মিলে যায় তখন তার প্রয়োজন মিঠিয়ে দিন।** اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ এতে অনেক সাওয়াবের অধিকারী হবেন কেননা অনেক সময় মুসাফির ব্যক্তি নিজেই সাহায্য প্রার্থী হয়ে যায়, এতদসত্বেও সে অপরের সহযোগিতা করলে এ কাজের সাওয়াব কে নির্ণয় করতে পারে? **(১৩) যখন সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠা হয় বা উঁচু জায়গায় আরোহনের সময় বা আমাদের বাস ইত্যাদি কোন এমন রাস্তায় চলে যা উপরের দিকে যাচ্ছে তখন "اَللّٰہُ اَکْبَرُ" বলা সুন্নাত এবং যখন সিঁড়ি বেয়ে নামে বা নীচের দিকে অবতরণকালে "سُبْحَانَ اللّٰہ"বলা সুন্নাত। (১৪) মুসাফিরের উচিত যেন দোয়া করা থেকে উদাসীন না হয় কেননা সে যতক্ষন সফরে থাকবে তার দোয়া কবুল হবে এমনকি যতক্ষন ঘরে না পৌঁছে ততক্ষন পর্যন্ত দোয়া কবুল হয়।** অনুরূপভাবে মজলুম তথা যার উপর অত্যাচার করা হয় তার দোয়া এবং সন্তানের জন্য মা-বাবার দোয়াও কবুল হয়। হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **মদীনার তাজেদার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তিন ধরনের দোয়া কবুল হয়। এগুলোর কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই: (১) মজলুম (অত্যাচারিত) এর দোয়া (২) মুসাফিরের দোয়া (৩) ছেলের জন্য বাবার দোয়া।" (জামেউত তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ২৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৪৫৯) **(১৫) গন্তব্যে পৌঁছার পর সময়ে সময়ে এই দোয়াটি পড়ুন** اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ **যাবতীয় ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকবে।** দোয়াটি হলো:

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

অনুবাদ: "**আল্লাহ্ তাআলা** পরিপূর্ণ সমূহের মাধ্যমে (ওসিলা নিয়ে) আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি যাবতীয় মন্দ থেকে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন।"

(কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩০১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৭৫০৮)

www.dawateislami.net

(১৬) যখন শত্রুর আক্রমণের ভয় হয়, সূরা কুরাইশ পাঠ করে নিন। اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ সকল ধরণের বালা-মুসিবত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। (আল হাসানুর হাসীন, ৮০ পৃষ্ঠা) **(১৭) যখন কোন বিপদে সাহায্যের প্রয়োজন হয় তখন হাদীসে পাকের বর্ণনা মোতাবেক তিনবার এভাবে ডাক দিন:**

اَعِيْنُوْنِيْ يَا عِبَادَ الله

অর্থ: "হে **আল্লাহ্র** বান্দাগণ! আমাকে সাহায্য করো।" (আল হাসানুল হাসীন, ৮২ পৃষ্ঠা)

(১৮) সফর থেকে ফিরে আসার সময় ঘরের অধিবাসীদের জন্য কোন উপহার নিয়ে আসুন। কেননা এটা সুন্নাতে মোবারাকা। সারওয়ারে কায়িনাত, ফখরে মওজাদাত, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন সফর থেকে কেউ ফিরে আসে তখন যেন ঘরের বাসিন্দাদের জন্য কিছু না কিছু উপহার নিয়ে আসে। যদিওবা নিজের থলেতে পাথর ভর্তি করে নিয়ে আসে।" (কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩০১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৭৫০২) **(১৯) সফর থেকে ফিরে আসার পর নিজ এলাকার মসজিদে দু'রাকাত নফল নামায পড়া সুন্নাত।**

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলায়** আশেকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

আশিকানে রাসূল আয়িয়ে সুন্নাত কে ফুল,
দেনে লেনে চলে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও দোয়া সমূহ

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ

الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মাণিত লোকটি কে! যখন তিনি চলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْہُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَکَ یَوْمَ الْقِیَامَۃِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে,তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَی اللّٰہُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاھُوَ اَھْلُہٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেল:

لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ الْحَلِیْمُ الْکَرِیْمُ سُبْحَانَ اللّٰہِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র,যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net